দৈনিক সংবাদ 22

তারিখ ... 28 AUG 1992 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 2 ...

কলেজে ভর্তি সমস্যা

এ বছর দেশের চারটি বোর্ডে এসএস সি পরীক্ষায় শুধু পাসের হারই বৃদ্ধি পায়নি, নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রথম বিভাগ এবং ষ্টারমার্ক পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। সাধারণভাবে ভর্তি সমস্যা সবসময়ই ছিল, এ বছরও থাকবে। তবে এ বছর নতুন সমস্যা দেখা দেবে যখন ভাল নম্বর পেয়ে পাস করা ছাত্রছাত্রীরাও ভাল কলেজগুলোতে ভর্তির সুযোগ পাবে না।

এ বছর ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন স্কুল থেকে প্রায় সাড়ে ১১ হাজার পরীক্ষার্থী শুধু প্রথম বিভাগেই পাস করেছে। তাদের অধিকাংশই ষ্টারমার্ক পেয়েছে। ঢাকার ৫৫টি সরকারী-বেসরকারী কলেজে সীট সংখ্যা ৫/৬ হাজারের বেশী নয়। অর্থাৎ ষ্টারমার্ক পেয়েও অনেকে ঢাকার কোন কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ হয়তো পাবে না।

ঢাকার কয়েকটি নামী-দামী কলেজে ভর্তির আবেদন করতে হলে বিজ্ঞান বিভাগে অন্ততঃ ৭৫০ নম্বর এবং অন্যান্য বিভাগে অন্ততঃ ৬০০/৬৫০ নম্বর পাওয়ার শর্ত দেয়া হয়েছে। ভাল কলেজে ভাল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি সংকট সহজেই অনুমান করা চলে।

ষ্টার পাওয়া ছাত্রছাত্রীরাই যখন ভর্তি নিয়ে অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি, তখন সাধারণভাবে যারা পাস করেছে বা দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে তাদের কি হবে? তাদের উচ্চশিক্ষার দরজা কি বন্ধ হয়ে যাবে?

এ অবস্থায় কলেজের সংখ্যা বাড়ান অথবা কলেজগুলোতে সীট সংখ্যা বাড়ান জরুরী হয়ে উঠেছে। শিক্ষকসংখ্যা বাড়িয়ে এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি করে কয়েকটি কলেজে দুই শিফট চালুর বিষয়টিও বিবেচনায় রাখা দরকার। এর আগে স্কুলে ভর্তি সংকট মোকাবেলায় দুই শিফট চালু করা হয়েছে।

অন্যদিকে ভাল ছাত্রদের জন্য ভাল কলেজের সংখ্যা বাড়ানোর প্রতিও নজর দেয়া দরকার। ভাল কলেজের অর্থ যেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন, লাইব্রেরী-ল্যাবটেরীর পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা রয়েছে এবং সবচেয়ে বড় কথা, নিয়মিত পড়াশোনা হয়। এরকম কলেজের সংখ্যা যে রাজধানী ঢাকায়ও কম তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ বছর ষ্টারমার্কের এত ছড়াছড়ি বা পাসের হারে নাটকীয় বৃদ্ধি একেবারে অভাবিত ছিল না। পরীক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন তথা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের বিধান চালু করার পর এরকম ফলাফল খুবই স্বাভাবিক। তাই সম্ভাব্য ভর্তি সংকট সম্পর্কে সচেতন হয়ে কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ছিল আগে থেকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। কর্তৃপক্ষ তা না করে এ ক্ষেত্রে বেশ অবহেলা প্রদর্শন করেছেন।

জেলা পর্যায়ে অনেক সরকারী-বেসরকারী কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই, ল্যাবরেটরী নেই, সাজসরঞ্জাম নেই। ফলে এসব কলেজে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হতে চায় না। সবাই তখন ভিড় করে বড় বড় শহরে। ভর্তি সমস্যা সেখানে তীব্র হয়ে ওঠে।

এসব সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষ যে খুব উদ্যোগী তা বলার উপায় নেই। সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন শিগগিরই দু' থেকে আড়াই হাজার শিক্ষককে শূন্য পদে নিয়োগ করা হবে। প্রশ্ন হচ্ছে এতদিন কেন হয় নি।

জেলা পর্যায়ের কলেজগুলোতে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হোক। এভাবে কলেজগুলোর মান উন্নয়ন সম্ভব। কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি ও একই সাথে মান উন্নয়নের বর্ধিত উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে নতুন সংকট মোকাবেলা কঠিনহবে।